হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী পাঠের গুরুত্ব ও ফযিলত

মৌলভী মোহাম্মদ মজীদুল ইসলাম
মুয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জাদীদ

সূদীর্ঘ প্রতিক্ষার পর জগৎময় চরম নৈরাজ্য, অনৈতিকতা আর অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে তার অবসানকল্পে আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। যার আগমনের জন্য, যার আধ্যাত্মিক কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য গওস, কুতুব, আওলিয়া ও উম্মতের মুজাদ্দেদগণ আকূল আকাঙ্খা নিয়ে চাতক পাখির ন্যায় আকাশপানে তাকিয়ে ছিলেন। বিশ্বব্যাপী ক্রুশীয় মতবাদের বিনাশ আর ইসলামের বিজয় এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র আত্ম-সংশোধনের অব্যর্থ প্রতিষেধক তথা সাধু ব্যক্তিগণের আত্মার খোরাক নিয়ে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আগমন করেছেন। তাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। মহান আল্লাহ্ তাঁকে যে আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার প্রদান করেছেন তা তিনি আমাদের জন্য পুস্তকাকারে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদেরকে যা দান করে, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের বিরত করে, তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর। *(সূরা হাশর, আয়াত: ৭ শেষাংশ)*

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে আগত মহাপুরুষগণের আদেশ নিষেধের ওপর আমল করার জন্য তাঁর নির্দেশনাবলী পাঠ করা অপরিহার্য। যারা মহাপুরুষের নির্দেশনাবলী পাঠ করে না, তারা চরম দুর্ভাগা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁর কাছে ধন-সম্পদের ভান্ডার থাকবে, কিন্তু তা নেবার বা গ্রহণ করার জন্য কেউ প্রস্তুত থাকবে না।" সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার তাঁর পুস্তকাবলীর মাঝে রেখে গেছেন, যারা তা গ্রহণ ও অধ্যয়ন করে, তারা প্রকৃত অর্থেই সৌভাগ্যবান।

হযরত মসীহ্ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'নিশানে আসমানী'-তে লিখেন, "এক যুগে তরবারীর মাধ্যমে বহু কাজ সমাধা হয়েছিল যখন সে তরবারী ছিল হযরত আলী (রা.)-এর হস্তে। এই আখেরী যমানায় সে তরবারী আমাকে প্রদান করা হয়েছে। এভাবে যে কাজ তখন ইসলামের স্বপক্ষে তরবারীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল, এখন সে কাজ আমার (লেখনীর) মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। এটা এদিকেই ইঙ্গিত করছে যে, আখেরী যমানার ইমাম **'সুলতানুল কলম'** হবেন এবং তাঁর কলম যুলফিকারের (তরবারীর) কাজ করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক রচিত পুস্তাকাবলীকে বলা হয় **'রূহানী খাযায়েন'**। যার বাংলা হচ্ছে 'আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার'। তাঁর লেখার কিছু বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হচ্ছে, যা থেকে তাঁর পুস্তকাবলী পাঠের গুরুত্ব ও ফযিলত সহজে উপলব্ধি করা যাবে।

জীবনদায়ক কথা:

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে 'অমৃত সুধা' পান করবে, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে, সে কখনো মৃত্যু বরণ করবে না। এগুলো হচ্ছে জীবনদায়ক কথা যা আমি বলি। আর ঐ সব জ্ঞান যা আমার মুখ থেকে বের হয় তদ্রুপ যদি অন্য কেউ বলতে পারে তা হলে মনে করো যে, আমি খোদা তা'লার পক্ষ হতে আসিনি।" *(রূহানী খাযায়েন খণ্ড:৩ , ১০৪ পৃষ্ঠা)*

রূহুল কুদ্দুসের সাহায্য:

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেন, 'খোদার শক্তি আমার সাথে না থাকলে আমি তো একটি শব্দও লিখতে পারবো না। বার বার লিখতে লিখতে দেখেছি, এক খোদার হাত লিখছেন। কলম ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভেতরের আবেগ ক্লান্ত হচ্ছে না। অনুভূতিতে মনে হচ্ছে যে, এক একটি শব্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসছে।' *(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা)*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য:

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, খোদা তা'লা আমাকে মাটিতে লুকিয়ে থাকা সম্পদকে দুনিয়ায় প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছেন। আর আমি যেন উজ্জ্বল মনিমুক্তার ওপর অপবিত্র আপত্তির যে কাদা ছিল তা পবিত্র করি। *(মলফুযাত ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)*

জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার:

যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, লেখার ধারাবাহিকতায় আমি সম্পূর্ণ দলিলের জন্য বিশ্লেষন ভিত্তিক সত্তর পাঁচাত্তরটি বই লেখেছি। আর এর মধ্যে প্রত্যেকটি পৃথকভাবে এরূপ পরিপূর্ণ যে, যদি কোন সত্য ও প্রকৃত প্রমাণ অনুসন্ধানকারী গভীর মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করে, তবে তার কাছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার মতো তথ্যের ঘাটতি দেখা দিবে না। আমি নিজের জীবদ্দশায় জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার জমা করে দিয়েছি। *(মলফুযাত ৫ম খণ্ড, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)*

কলমে লেখা জ্ঞানের অস্ত্র:

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এখন জেনে নাও যে, এ সময়ে প্রকৃত অর্থেই তরবারীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হচ্ছে কলমের। আমাদের বিরোধীরা সন্দেহ পোষন করে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রতারণার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সত্য ধর্মের ওপর আক্রমণ করতে চায়। তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, আমি যেন জ্ঞানের অস্ত্র পরিধান করে এই বিজ্ঞান ও উন্নত জ্ঞানের যুদ্ধ ময়দানে অবতরণ করি। আর আধ্যাত্মিক নির্ভীকতা ও গোপনীয় শক্তির চমৎকারিত্ব (কারিশমা) প্রদর্শন করি। আমি কি কখনো এই ময়দানে যোগ্য হতে পারতাম ? এতো কেবল আল্লাহ্ তা'লার কলম। আর তাঁর অসীম মেহেরবাণী। তিনি চান যে, আমার মত দুর্বল মানুষের হাতে এ ধর্মের সম্মান প্রকাশ হোক। *(মলফুযাত ১ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)*

নফসের (প্রবৃত্তির) সংশোধনের এক উপায়:

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.) বলেছেন- নফসের সংশোধনের জন্য অতীব জরুরী একটি বিষয় হলো, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পাঠ করা। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, লোকেরা নিয়মিতভাবে হযরত সাহেবের বই পড়ে না। প্রত্যেক আহমদী হযরত সাহেবের কোন না কোন বই প্রত্যেক দিন কমপক্ষে এক পাতা করে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলে খুব বড় উপকার হবে। হযরত মসীহ মওউদ আলায়হেস্ সালামের বই-এ সেই আলো ও জ্ঞান আছে যা কুরআন করীমে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এগুলো তাঁর বইয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। একজন সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও তা সহজেই বুঝতে পারবে। এর কারণ হল এ বইসমূহে সেই আলো ও হেদায়েত আছে, যা কুরআন করীমে আছে। *(আনোয়ারুল উলুম ১০ম খণ্ড, ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা)*

ফেরেশতার আগমন:

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.) আরো বলেন- এ সমস্ত পুস্তক এমন এক ব্যক্তির হাতে লেখা যার কাছে ফেরেশতা আসতো। আর এ বই লেখার সময়ও ফেরেশতা নাযেল হত। সুতরাং হযরত সাহেবের বই যে ব্যক্তি পাঠ করবে, তার ওপরেও ফেরেশতা নাযেল হবে। *(মালায়েকাতুল্লাহ্, আনোয়ারুল উলুম, ৫ম খণ্ড, ৫৬০ পৃষ্ঠা)*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনার উদাহরণ:

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর উদাহরণ হচ্ছে পাহাড়ের ওপর বর্ষিত হয়ে বয়ে যাওয়া পানি। বাহ্যিকভাবে স্রোতের দিক দেখা যায় না। কিন্তু তা নিজেই তার স্রোতের দিক তৈরী করে নেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনায় আল্লাহ্ তা'লার জালাল (মহিমা) রয়েছে। আর তা সকল হতে উর্ধ্বে। যেমন পাহাড়ের প্রকৃতদৃশ্য সে সব ছবি থেকে অনেক বেশি সুন্দর যা মানুষ বছরের পর বছর পরিশ্রমের মাধ্যমে তৈরীর পর জাদুঘরে রাখে। তদ্রূপ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনা সব থেকে অগ্রগামী। মানুষ কত পরিশ্রমের মাধ্যমে পাহাড়ের ছবি অঙ্কন করে, কিন্তু তা কি প্রকৃত পাহাড়ের কাজ দিতে পারে! লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সমুদ্রের ছবি তৈরী করা হয়। কিন্তু সমুদ্র যখন রুদ্র মূর্তি ধারণ করে তখনকার দৃশ্যের কাজ কি ছবি দিতে পারবে? ছবির মাঝে না ঐ আকর্ষণ আছে আর না প্রভাব। তদ্রুপ অন্য রচনা হচ্ছে সেই ছবি, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য। *(খুৎবাতে মাহমুদ, ১৩ তম খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)*

যুবকদের সংশোধনের মাধ্যম:

এ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা যুবকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর শিক্ষাকে খুব উত্তমভাবে এবং খুব সুন্দরভাবে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে রেখেছেন। কিন্তু যেসব যুবক এ সম্পদের দিকে মনোযোগী হয় না, আমাদের উচিত আমরা যেন এ দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। *(মাশআলে রাহ, ২য় খণ্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই পড়লে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আপনি সম্মানিত হবেন:

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন- সুতরাং আজ আপনাদের কাছে আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপদেশ আর যা আমি বার বার পুনরাবৃত্তি করেছি, তা হলো আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এর ফলে আপনারা শয়তানের আক্রমণ থেকে

রক্ষা পাবেন। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সম্মানিত হবেন। আর আপনাদের জীবনের সব কাজে আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করবেন। *(মাশআলে রাহ্, ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)*

প্রত্যহ তাঁর (আ.) পুস্তক পাঠ করা উচিতঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন-

"হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তক ও তাঁর পুস্তকে বর্ণিত জ্ঞান যেন প্রত্যেক আহমদীর প্রাণ ও আত্মা হয়। আপনারা যদি তাঁর পুস্তকে বর্ণিত জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন তা হলে আপনারা আহমদীয়ত বুঝতে অসমর্থ হবেন। এমতাবস্থায় আপনাদের সংশোধন করা কঠিন হবে, কারণ আপনারা এমন দেহের মত হবেন যাতে জীবন থাকবে না। সুতরাং ঐ বুনিয়াদি উপদেশ যা আমি এ সময় বাচ্চাদের করতে চাচ্ছি তা এই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়ার অভ্যাস গড়ে তোল। মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক বা মলফুযাতের কোন অংশ পড়ে নাও। মলফুযাত থেকে যদি শুরু কর তবে বেশী ভাল হবে। কারণ এর মধ্যে যে সব বর্ণনা করা হয়েছে তা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। আর যে ভাষায় এগুলো সংরক্ষিত করা হয়েছে তাও সহজবোধ্য।" *(মাশআলে রাহ্, ২য় খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)*

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মাণ হয় যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর পুস্তক পাঠের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। সুতরাং আমরা যারা খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তাঁকে (আ.) ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে মান্য করেছি সবার আগে আমাদেরকেই তাঁর পুস্তকাদি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়ার সর্বস্তরের আদম সন্তানকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠের মাধ্যমে দ্বীন-দুনিয়া ও পরকালের ফায়দা লাভের সৌভাগ্য দান করুন- (আমীন)

তথ্যসূত্র: সীরাতে সুলতানুল কলম, পাক্ষিক আহমদী, মাসিক আনসারুল্লা ও মাসিক আহ্বান থেকে সংগৃহীত।

ধন্য আমি

মুহাম্মদ উসমান গনি
ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

ধন্য আমি হলাম ভাই
আহমদী হয়ে,
বেঁচে থাকতে পারি যেন
আহমদীয়াতেরই মাঝে।
জীবন আমার ধন্য হবে
জামাতের কাজ করলে,
জামাতের কাজ করবো মোরা
সকলে মিলে একসাথে।
আহমদীয়াতের জন্য আমি
হতে পারি কুরবান,
আহমদী থেকে রাখব আমি
আহমদীয়াতের সম্মান।
যখন আমি যুগ খলীফার
সকল নির্দেশ মানব,
তখন আমি সঠিকভাবে
জীবন গড়তে পারব।